



(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭..২৯৫

তারিখ: ৮ কার্তিক ১৪২৭

২৪ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: ২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের আইডিয়াসমূহ অনুমোদন প্রদান এবং মাসিক অগ্রগতি অবহিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত ইনোভেশন/সহজিকরণ আইডিয়াসমূহ অনুমোদিত হয়েছে এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২১/১০/২০২০ তারিখের সমন্বয় আইডিয়াসমূহ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় সচিব মহোদয় আইডিয়াসমূহের নামগুলো কিছুটা অর্থবহ করে গৃহীত কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি আগামী সভায় পেশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

- (১) অব্যবহৃত এনালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রূপান্তরপূর্বক সঠিক ওজন ব্যবস্থাপনা। - জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ খান শিবলী, সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।
- (২) এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে শ্রম ও হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে শ্রমিক নিয়োগ, কার্যক্রম পরিচালনা ও শ্রমিক মজুরি নিশ্চিতকরণ - জনাব মোহাম্মদ আমিনুল এহসান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ।
- (৩) অটোমেটিক চালকলের সঠিক মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ব্যবস্থাপনা; জনাব মোহাম্মদ আশ্রাফুজ্জামান - জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
- (৪) অনলাইন ডিও ব্যবস্থাপনা - জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- (৫) ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা - জনাব মোঃ ফরহাদ খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শেরপুর।

অনুমোদনের প্রেক্ষিতে উপকরণ ১৩ (949/potrojariAttachmentRef/15489/0/82) এর নির্ধারিত ছক মোতাবেক আইডিয়াসমূহের তথ্য আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইনোভেশন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৫-১০-২০২০

আব্দুল্লাহ আল মামুন

পরিচালক

বিতরণ :

- ১) জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ খান শিবলী, সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার সাইলো, বগুড়া
- ২) জনাব মোহাম্মদ আমিনুল এহসান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ
- ৩) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর
- ৪) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- ৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শেরপুর

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭..২৯৫/১(৩)

তারিখ: ৮ কার্তিক ১৪২৭

২৪ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি/ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
- ২) অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
- ৩) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর



২৫-১০-২০২০

আব্দুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক

২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী ও সহজিকরণ আইডিয়াসমূহ:

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	মন্তব্য
১	ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা	<p>বিদ্যমান পদ্ধতিঃ</p> <p>১. বিদ্যমান পদ্ধতিতে মিলারগণ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জামানত প্রদান করেন। যা, সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে ফেরত প্রদান করা হয়।</p> <p>২. খান ছাঁটাইয়ের বিপরীতে জামানত ১১০%; চালের ক্ষেত্রে ২%; ৩০ কেজি বস্তা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৬০ টাকা এবং ৫০ কেজি বস্তা প্রতিটি বাবদ ৮০ টাকা হারে জামানত নেয়া হয়।</p> <p>সমাধান প্রক্রিয়াঃ</p> <p>(ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নামে একটি ব্যাংকে এসটিডি (Short Term Deposit) একাউন্ট খোলা।</p> <p>(খ) মিলারগণ উক্ত একাউন্টে জামানতের অর্থ জমা দিয়ে, জমা রশিদ জেখানি দপ্তরে জমা দিবে।</p> <p>(গ) ব্যাংকে অর্থ জমা হলে জেখানির অফিসিয়াল নাম্বারে এসএমএস আসবে এবং ব্যাংক দিন শেষে উক্ত একাউন্টের বিবরণী জেখানিকে ই-মেইল করবে অথবা অনলাইনে লগইন করে ব্যাংকে অর্থ জমা হয়েছে কিনা তা জানা যাবে।</p> <p>(ঘ) জেখানি দপ্তর এবং ব্যাংক, উভয় মিলারভিত্তিক জমা ও খারিজ রেজিস্টার পরিপালন করবে।</p> <p>(ঙ) জামানত অবমুক্তির জন্য মিলার জেখানি বরাবর আবেদন করলে, জেখানি হতে জামানত হতে জামানত অবমুক্তির পত্র ব্যাংকে ইস্যু করা হবে।</p> <p>(চ) ব্যাংক পত্র প্রাপ্তির পর ০১ কার্যদিবসের মধ্যে মিলারের ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পরিশোধ করবে।</p> <p>(ছ) বছর শেষে উক্ত একাউন্টে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সরকারি খাতে স্থানান্তর অথবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী পত্র দিয়ে ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।</p>	
২	অনলাইন ডিও ব্যবস্থাপনা	<p>বিভিন্ন দপ্তরের ডিও (D.O.) এর মাধ্যমে এলএসডি, সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিলি বিতরণ করা হয়। স্থানীয় এলএসডি, সিএসডি হতে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ম্যানেজার ডিও প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষের তথ্য এপস-এ আপলোড করবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ সিএসডির ম্যানেজার বিলি বিতরণ করবেন। ঈদ ও পূজায় বিভিন্ন মসজিদ ও মন্দিরে ডিও এর বিপরীতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এপস-এ আপলোড করার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডিও'র খাদ্যশস্য প্রদান করা যেতে পারে।</p>	

৩	এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে শ্রমিক ও হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে শ্রমিক নিয়োগ, কার্যক্রম পরিচালনা ও শ্রমিক মজুরি নিশ্চিতকরণ	<p>খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সিএসডি ও এলএসডিগুলোতে হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ ব্যবস্থায় ইনোভেশন প্রয়োজন। সারাদেশের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ রেট ঠিক করে, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের মাধ্যমে লেবারদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিল প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। লেবারদেরকে শর্তযুক্ত নিয়োগ দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করানো হবে। বিলের ২০% ফান্ড করে রাখা হবে লেবারদের কল্যাণের জন্য।</p> <p>সিএসডি ও এলএসডিগুলোতে বাহিরের লোকজনের প্রভাব কমাতে এবং খাদ্য বিভাগের দুর্নীতির দুর্নাম ঘুচাতে হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তে লেবারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে থাকা উচিত। জেখানিগণ আবেদন গ্রহণপূর্বক প্রত্যেক এলএসডির জন্য নির্ধারিত সংখ্যক লেবার তালিকাভুক্ত করবে এবং তাদেরকে এলএসডিতে প্রবেশের জন্য আইডি কার্ড ইস্যু করবে। লেবার সর্দারগণকে অস্থায়ী ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে যারা সপ্তাহে ৬ দিন এলএসডিতে উপস্থিত থাকবে এবং প্রতিদিনের হাজিরার জন্য নির্ধারিত হারে টাকা পাবে। তাছাড়াও প্রতিদিনের সম্পাদিত কাজের বিপরীতে একটা নির্দিষ্ট হারের কমিশন বরাদ্দ দেয়া হবে। সর্দারের মূল দায়িত্ব হবে কাজের প্রয়োজনে নির্ধারিত সংখ্যক লেবারকে ডেকে আনা ও হ্যান্ডলিং কাজে নেতৃত্ব দেওয়া।</p> <p>এলএসডিতে সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের সময় উখানি দপ্তরের পক্ষে খাদ্য পরিদর্শক /উপ-খাদ্য পরিদর্শক উপস্থিত থেকে হ্যান্ডলিংয়ের কাজের হিসাব রাখবেন। অতপর উখানি প্রতি সপ্তাহের কাজের বিল করে লেবারদেরকে তাদের পারিশ্রমিক হস্তান্তর করবেন। এতে এলএসডির কাজে উখানি দপ্তরের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আরও সহায়ক হবে। বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় প্রতিটন ধান/চাল/গমের হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে কৃষকদের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহ কাজের জন্য প্রতিটনে ২০০ টাকা হারে দেওয়া যেতে পারে।</p>
৪	অটোমেটিক চালকলের সঠিক মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ব্যবস্থাপনা	<p>অটোমেটিক সিদ্ধ চাল কল সমূহে গুদামের সক্ষমতা মূলত মোটা দাগে দু'টি ইউনিটের সক্ষমতা নির্ণয়কে বুঝায়।</p> <p>(১) পারবয়েলিং ইউনিট এবং</p> <p>(২) মিলিং ইউনিট এর সক্ষমতা নির্ণয়।</p> <p>প্রতিটি ইউনিট আবার বেশ কিছু ছোট ছোট উপ-ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত। প্রচলিত নিয়মে একটি অটোমেটিক চাল কলের হাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য সাধারণত 10-30 মিনিটে মিলটির চাল উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করে হাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়। এতে করে শুধুমাত্র মিলটির মিলিং ইউনিটের হাঁটাই ক্ষমতার ধারণা লাভ করা যায় মাত্র। এখানে উল্লেখ্য যে মিলিং ইউনিটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ক্ষমতায় সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা রয়েছে। তাই প্রকৃত ক্ষমতা নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ধান পরিষ্কার থেকে শুরু করে হাঁটাইকৃত চাল প্রাপ্তিতে কমপক্ষে 13-১৫ ঘন্টা সময় প্রয়োজন। অথচ মিলের হাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে এতোটা সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে মিলের পারবয়েলিং ইউনিটের সক্ষমতাটি বিবেচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে।</p> <p>তাই অটোমেটিক চাল কলের হাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাঙ্গিং মিলের ন্যায় অটো মিলেরও প্রত্যেকটা ইউনিটের ক্ষমতাকে আলাদা ভাবে হিসেব করে সর্বনিম্ন যে ক্ষমতা পাওয়া যাবে তাই ঐ মিলের হাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে।</p> <p>প্রস্তাবিত সমাধান:</p> <p>অটোমেটিক চালকলে চাল উৎপাদনের প্রথম ধাপ হলো ধান পরিষ্কারকরণ। অতঃপর পরিষ্কার ধান সিদ্ধ করা হয়। ধান সিদ্ধ করণ প্রক্রিয়া তিনটি মূল ধাপে সম্পন্ন হয়। ধান ভেজানো (সোকিং) , ভাঁপানো (স্টীমিং) ও শুকানো (ড্রাইং)। বেশ কিছু ছোট/বড় হাড়িতে এক সাথে ধান ভেজানো ও ভাঁপানোর কাজ করা হয়। এই ছোট হাড়ি গুলোতে সরাসরি বাষ্প দ্বারা ৪ থেকে ৫ মিনিট ধান ভাঁপানো হয়। আর বড় হাড়িতে ধানের ভিন্নতা অনুসারে ৭-৮ ঘন্টা ধান ভেজানো (সোকিং) হয়। সূত্রের মাধ্যমে বড় হাড়ি সমূহের আয়তন নির্ণয় করলে তা থেকে সংশ্লিষ্ট মিলের প্রতি আট ঘন্টায় ধান ভেজানো ও ভাঁপানোর ক্ষমতা পাওয়া যাবে।</p> <p>ডায়ারের সক্ষমতা নির্ণয়:</p>

একটি অটোরাইস মিলে একবারে যে পরিমান ধান ভাঁপানো ও ভেজানো হয় তাই পরবর্তী ৭-৮ ঘন্টায় শুকানো হয়। সুতরাং মিলের ধান ভেজানো ও ভাঁপানোর (সোফিং ও স্টীমিং) ক্ষমতাই ড্রয়ারের ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। ড্রয়ারে এর চাইতে বেশি সক্ষমতা থাকলেও তা কোন প্রয়োজনে আসবে না। বাস্তবে হাড়িগুলোর ধান ভেজানো ও ভাঁপানোর (সোফিং ও স্টীমিং) ক্ষমতা ও ড্রয়ারের সক্ষমতা একই থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি অটোমেটিক চাল কলের ভৌত অবকাঠামো মেপে সক্ষমতা নির্ণয়ের সুযোগ শুধুমাত্র পারবয়েলিং ইউনিটের হাড়ির ক্ষেত্রেই সম্ভব।

মিলিং ইউনিট সক্ষমতা নির্ণয়ঃ

এই ইউনিটে বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথা- ডিস্টোনার, শেলার, পেডি সেপারেটর, হোইটনার, গ্রেডার, কালার শর্টার ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো শেলার বা হাঙ্কার। এই অংশের ছাঁটাই ক্ষমতা যথাযথ ভাবে নিধারণ করে সম্পূর্ণ মিলিং ইউনিটের ছাঁটাই ক্ষমতার ধারণা পাওয়া যায়। কারন শেলারই মিলিং ইউনিটের মূল যন্ত্রাংশ যা দিয়ে ধান থেকে তুষ আলাদা করে বাদামী চাল পাওয়া যায়।


এখানে উল্লেখ্য যে প্রতিটি অটোমেটিক চাল কলের পূর্ববর্তী ধাপের বা যন্ত্রাংশের আউটপুটই হলো পরবর্তী যন্ত্রাংশ বা ধাপের ইনপুট। যেহেতু শেলার বা হাঙ্কারের মাধ্যমে মিলিং ইউনিটের শুরু, তাই পরবর্তী অন্যান্য ধাপের সক্ষমতা শেলারের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেই স্থাপন করা হয়ে থাকে। একটি অটো মিলের শেলারের সাথে আবশ্যিকভাবে শেলারের পূর্বে ডিস্টোনার ও পরে পেডি সেপারেটর যুক্ত থাকে। কারণ সিদ্ধ ও শুকনো ধানে সম আকৃতির কাঁকড় দানা যুক্ত থাকে। ডিস্টোনারে এই কাঁকড় দানা বাছাই করে আলাদা করে শেলারে ধান সরবরাহ করা হয়।


অন্যান্য যন্ত্রের মতো শেলারেরও একটি স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা থাকে। ঠিক তেমনি একটি শেলার কত অক্ষক্ষমতার মোটরের সাথে যুক্ত, তা কত RPM এ ঘুরছে, সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ভোল্টেজ বা ধানের প্রকৃতি (মোটা, চিকন ও মাঝারি) ইত্যাদি নানা নেয়ামকের উপর উক্ত শেলারের কর্মদক্ষতা অর্থাৎ ধান হতে চাল ও তুষ আলাদা করার হার নির্ভর করে। সাধারণত একটি ভালো মানের শেলারে উপযুক্ত শক্তি সরবরাহ করলে ও সঠিক RPM এ ঘুরলে ৭০%-৮০% তুষ ছাড়ানো চাল পাওয়া যায়। বাকী ২০% -৩০% ধান চালের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়। পেডি সেপারেটর ধান মিশ্রিত চাল হতে ধান আলাদা করে তা পুণরায় শেলারে পাঠায়। পেডি সেপারেটর হতে প্রাপ্ত বাদামী চাল পরবর্তী ধাপে হোয়াইটনিং ও পলিশিং যন্ত্রের মাধ্যমে পালিশ করে চালের উপরি তলের ব্রানকে অপসারণ করে উজ্জ্বলতা দেয়া হয়। কোন কোন মিলে এই প্রক্রিয়া একাধিকবার করা হয় ফলে চাল হতে ব্রান পুরোপুরি অপসারণ করে চালকে অধিকতর উজ্জ্বল ও চকচকে করা হয়। অতঃপর রোটোরি শিফটার ও গ্রেডারের মাধ্যমে চাল হতে যথাক্রমে ছোট ও ক্ষুদ্রভাঙ্গা দানা এবং বড় ভাঙ্গা দানা সমূহ আলাদা করা হয়। সবশেষে কালার সর্টারের মাধ্যমে মরা, বিবর্ণ ও বিনষ্ট দানা আলাদা করে চূড়ান্ত ভাবে কাংখিত মানের চাল পাওয়া যায়।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অটোমেটিক চাল কলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই এক বা একাধিক এ্যালিভেটর বা কনভেয়ার যুক্ত থাকে। যেগুলো পূর্ববর্তী ধাপ হতে পরবর্তী ধাপে ধান/চাল স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়। এই এ্যালিভেটর ও কনভেয়ারের

সক্ষমতাও চাল কলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামক।

৫	<p>অব্যবহৃত এনালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রূপান্তরপূর্বক সঠিক ওজন ব্যবস্থাপনা</p>	<p>Synchronize চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা:</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। এনালগ ট্রাকস্কেলে একটি ট্রাক ওজন করতে ১০-১৫ মিনিট সময় প্রয়োজন। ২। কোন যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় স্থাপন করা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। ৩। এতে তুলনামূলক বেশি যান্ত্রিক ত্রুটি বিদ্যমান। <p>সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ মেকানিক্যাল যন্ত্রাংশ যেমন: লোড বিম, আর্মস, এইচ কলাম, নাইফেস, লোড বিয়ারিং সরিয়ে প্লাটফর্মের নিচে RCC কলাম সৃষ্টি করা; ■ কলাম তৈরিকরণে যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংযোজন; ■ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্ডিকেটর, লোডসেল এবং জাংশন বক্স সংযোগের মাধ্যমে ট্রাকস্কেল ডিজিটাল করণ; <p>ডিজিটাল পদ্ধতিতে বোঝাইকৃত ট্রাকের ওজন নির্ণয় পদ্ধতিঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● এইচ বিম, এইচ লোড কলাম অপসারণ করা হয় (গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা)। ● প্লাটফর্মটিকে (১৯" উচ্চতার ৩৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থের প্রায় ২০ টন ওজনের) ঠিকা/সাপোর্ট দিয়ে ভাসিয়ে রাখা হয় (ইটের টুকরা ও কাঠের টুকরা দ্বারা)। ● ২ ফুট গভীরে ড্রিল করে ১৬ মি:লি: রড ঢুকিয়ে পাথর দিয়ে ঢালাই দিয়ে ১৪"×১৪"×১৮" (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) ৪ কোণায় ৪ টি কলাম তৈরি করা হয়। ● ৪ টি লোড সেল ব্যবহার করে প্লাটফর্মটিকে লোড সেলের উপরে বসানো হয়। ● Life time weighing software ব্যবহার করে লোড সেল সমূহ জাংশন বক্সে Synchronise করা হয়। ● ইন্ডিকেটর ও কম্পিউটারের মাধ্যমে ডিজিটাল weighing Value visible করা হয় এবং প্রিন্টার দ্বারা LUA প্রিন্ট করা হয়।
---	--	--


 ২৫-১০-২০২০ ১২:২৬:৪৩
 মঞ্জুর আলম
 সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
 খাদ্য অধিদপ্তর


 ২৫-১০-২০২০ ১৪:২৯:২৬
 আব্দুল্লাহ আল মামুন
 পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ
 খাদ্য অধিদপ্তর